রাজপথে রক্তপাত

বাংলাদেশে বিক্ষোভকালে ব্যাপক বলপ্রয়োগ

Copyright © 2013 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America

Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all.

Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich.

For more information, please visit our website: http://www.hrw.org

রাজপথে রক্তপাত

বাংলাদেশে বিক্ষোভকালে ব্যাপক বলপ্রয়োগ

সারমর্ম 1

আইসিটি-সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সহিংসতা 1

হেফাজত-ই-ইসলাম-এর বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সহিংসতা 3

বিক্ষোভকারী ও সংবাদ মাধ্যমের লোকেদের গ্রেফতার ও ভীতিপ্রদর্শন 5

সরকারী প্রতিক্রিয়া 6

মূখ্য সুপারিশসমূহ 6

সুপারিশসমূহ 8

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি 8

রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্রতি 9

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States), যুক্তরাজ্য (United Kingdom), ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union) এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক দাতাদের প্রতি 9

সারমর্ম

প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য 2013 সালে বাংলাদেশ -এর রাজপথগুলিতে মারাত্মক সহিংসতার দুটি বড় ধরণের সময়কাল পরিলক্ষিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের শুরু পর্যন্ত, এই সহিংসতায় 150 জন মারা গিয়েছেন, যার মধ্যে অন্ততঃ 15 জন সুরক্ষা বাহিনীর সদস্য ছিলেন; তাছাড়াও অন্ততঃ 2,000 জন আহত হয়েছেন।

2013-এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে ইন টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল (International Crimes Tribunal) (আইসিটি (ICT))-এর প্রদানকৃত রায়ের পক্ষে ও বিপক্ষে এই বিক্ষোভের ঘটনাগুলি ঘটে। এর পরে মে 2013-এর শুরুর দিকে, হেফাজত-ই-ইসলাম (Hefazat-e-Islam)-র নেতৃত্বে ঢাকা (Dhaka)-তে এমনকি এর চেয়ে বৃহত্তর বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। কিছু বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বাকীগুলির ক্ষেত্রে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে বা তাদের বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে। কিছু ক্ষেত্রে, অফিসারদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে, সুরক্ষা বাহিনী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য মারাত্মক নয় এরকম পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে একটি যথাযথ উপায়ে সহিংসতার মোকাবেলা করেছে। কিন্তু সেগুলি ছাড়াও অন্যরকম পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয় যা এই রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যেখানে পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (Rapid Action Battalion) (র‍্যাব(RAB)) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (Border Guard Bangladesh) (বিজিবি(BGB)) মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে বিক্ষোভকারী ও আশেপাশে থাকা সাধারণ ব্যক্তিদের হত্যা করে বিক্ষোভের মোকাবেলা করে। সুরক্ষা বাহিনীগুলি অ-যথাযথভাবে বা কোন কারণ ছাড়াই রাবার বুলেট ও গুলি ব্যবহার করেছে, বিক্ষোভের গন্ডগোলের মধ্যে কিছু বিক্ষোভকারীকে মেরে ফেলেছে এবং অনেককে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। মৃতদের অনেককে মাথায় ও বুকে গুলি করা হয়েছে, যা থেকে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে সুরক্ষা বাহিনীগুলি ভীড়ের মধ্যে গুলি চালিয়েছে। বাকীদেরকে পিটিয়ে বা কুপিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সুরক্ষা বাহিনীর হাতে অন্ততঃ সাতজন শিশু মারা গিয়েছে।

আইসিটি-র প্রদানকৃত রায়গুলির প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ঘন ঘন *হরতাল* ডাকা এবং জানুয়ারী 2014-তে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সহিংসতা ও অরাজকতার একটি দুষ্ট চক্রে জড়িয়ে পড়ার যথেষ্ঠ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এটি এড়ানোর জন্য, সম্মিলিত হওয়া ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা ভাবা উচিত। কর্তৃপক্ষের শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্রের বেআইনী ব্যবহার থেকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী ও আশেপাশে থাকা সাধারণ জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বিক্ষোভের সংগঠকদের ও রাজনৈতিক দলগুলিরও উচিত সহিংসতার ঝুঁকিকে সর্বনিম্ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে অভিযুক্ত করতে হবে।

আইসিটি-সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সহিংসতা

1971-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কৃত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত দেশীয় আদালত আইসিটি 28শে ফেব্রুয়ারী, 2013 তারিখে জামায়াত-ই-ইসলামী (Jamaat-e-Islam) দলের ভাইস প্রেসিডেন ট দেলোয়ার হোসেন সাঈদী (Delwar Hossain Sayedee)-কে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত করে এবং তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে এবং এরপরেই বাংলাদেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই রায় প্রদানের পর জানুয়ারী 2013-এ আবুল কালাম আজা`(Abul Kalam Azad)-এর অনুপস্থিতিতে তার বিচারের রায় প্রদান করা হয় এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা ও ধর্ষণের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। 5ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, আইসিটি জামায়াত (Jamaat)-এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা (Abdul Qader Mollah)-কে মানবতা বিরোধী অপরাধ সহ ছয়টি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটিতে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করে। তারপরে আইসিটি আরো দুটি নতুন রায় ঘোষণা করে। 16ই জুলাই 2013 তারিখে, 91 বছর বয়সী জামায়াত নেতা গোলাম আজম (Ghulam Azam)-কে যুদ্ধাপরাধের জন্য 90 বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। তার পরের দিন দলের সেক্রেটারী জেনারেল, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (Ali Ahsan Mohammad Mojaheed)-কে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। মোল্লা (Mollah)-র রায় প্রকাশের পরই প্রতিবাদ শুরু হয়, যা প্রাথমিকভাবে ঢাকার শাহবাগ (Shahbagh) অঞ্চল কেন্দ্রিক ছিল

এবং সেখানে মৃত্যুদন্ডের দাবী করা হয়। যে নামে এটি পরিচিত অর্থাৎ শাহবাগ আন্দোলন (Shahbagh movement) মূখ্যতঃ শান্তি পূর্ণ ছিল, যদিও কিছু প্রতিবাদকারীকে আক্রমণ করা হয়। শাসক আওয়ামী লীগ (Awami League) দল প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে এবং এই আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

২৪শে ফেব্রুয়ারীতে সাঈদী (Sayedee)-র রায় প্রকাশের পর, ঢাকা ও দেশের অন্যান্য জেলাগুলিতে রায়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। যারা রায়টির সপক্ষে উদযাপন করছিলেন তারা কিছু ভাংচুর ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েন। আর জামায়াত কর্মী ও সমর্থকদের সহ যারা রায়টির বিরোধিতা করছিলেন, তারাও সহিংসতায় নিয়োজিত হয় এবং এর জন্য সাধারণ জনগণ ও পুলিশ হতাহত হয়। জামায়াত দলের নেতারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তাদের কিছু সদস্য সহিংসতার কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ভিডিও ফুটেজে দেখেছে যে, কক্সবাজার (Cox's Bazaar)-এ শত শত বিক্ষোভকারী শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পাথর ছুঁড়ছে এবং দোকানের সামনের অংশগুলিতে লাঠি দিয়ে পেটাচেছ।

সুপরিচিত ইসলামিক চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ সাঈদী-র সমর্থকরা দেশ জুড়ে বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। ঢাকা (Dhaka), নোয়াখালী (Noakhali), বগুড়া (Bogra), চট্টগ্রাম (Chittagong), রাজগঞ্জ (Rajganj) ও আরো অনেক জায়গায় শত শত জামায়াত সমর্থক ও সাঈদী-র অনুসারীরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে যার কিছু স্বতঃস্ফুর্ত ছিল এবং কিছু আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল।

প্রতিটি স্থানের প্রত্যক্ষদর্শীরা একই ধরণগুলিই বিবৃত করেছেন। বিক্ষোভকারীরা শহরের কেন্দ্রস্থলগুলিতে জড়ো হত, কখনো কখনো পুলিশ স্টেশনগুলির দিকে এবং কিছু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ-এর অফিসগুলির দিকে মিছিল করে এগিয়ে যেত। বিক্ষোভকারীরা সাধারণতঃ নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু প্রায়শঃ তাদেরকে লাঠি-ঢাল বা পাথর ও ভাঙা ইঁট হাতে দেখা যেত। অধিকাংশ স্থানে প্রত্যক্ষদর্শীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে জানিয়েছেন যে, পুলিশ প্রথমদিকে রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস এবং বার্ড-শটের (শটগান থেকে ফায়ার করা হলে অনেকগুলি ছোট দানার মত বের হয়) মত অন্যান্য ভীড় নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করত। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য, এই উপায়টি স্বল্প সময়ের জন্য অবলম্বন করা হত, সুরক্ষা বাহিনী খুব দ্রুত তাদের স্বমূর্তিতে ফিরত এবং ভীড়ের লোকজনের বুক ও মুখের উচচতায় আসল বুলেট এবং অ-মারাত্মক অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ করত যার জন্য মৃত্যু ও অনেক মারাত্মক আঘাত ঘটেছে।

একজন ২০-বছর-বয়সী প্রত্যক্ষদর্শী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে, সাঈদী-র রায় প্রদানের পরের দিন সকালে বগুড়া-তে ঘটা এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা দেনঃ

> সকাল ৭:১৫-র দিকে, নামাজের পর, আমার আম্মা আমাকে জাগিয়ে তোলেন এবং তার সাথে বাইরে রাস্তায় যেতে বলেন। মহিলাদের একটি মিছিল ছিল। মিছিলে আমি তার পিছনে ছিলাম এবং আমরা সবাই শাহনানপুর (Shananpur) স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। লোকেরা ইঁট ছুড়তে থাকে এবং তখন পুলিশ গুলি করতে শুরু করে। মিছিলের একদম সামনে মহিলারা ছিলেন, তারা সবাই থানার সামনে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। আমার আম্মা অন্যদের সাথে বসে ছিলেন…প্রথমে তারা টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে এবং এরপর গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া মাত্র বিশৃঙখলা শুরু হয়ে যায়, সমস্ত লোকেরা বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করেন। যখন পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে, আমরা দৌড়াতে থাকি…আধ ঘন্টা ধরে কিছু বিরতি দিয়ে গুলি চলতে থাকে…. আমি প্রায় চার জনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখি। এদের মধ্যে একজন পুরুষ ও বাকীরা মহিলা ছিল। মৃত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন আমার আম্মা। অনেক লোক আহত হন।

এই রিপোর্টে লিপিবদ্ধ কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা দিয়েছেন যে, পুলিশ বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ধাওয়া করে এবং খুব কাছ থেকে তাদের হত্যা করে।

হেফাজত-ই-ইসলাম-এর বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সহিংসতা

পূর্বে স্বল্প-পরিচিত একটি সংগঠন হেফাজত-ই-ইসলাম (ইসলামের রক্ষক)-এর হাজার হাজার সমর্থকের একটি র‍্যালীর আগে, চলাকালীন এবং তার পর ঢাকা-তে 5-6 মে তারিখে দ্বিতীয় পর্বের সহিংসতা শুরু হয়। হেফাজত (Hefazat) নিজেকে একটি অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে বিবৃত করে। এর দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের প্রকাশ্য মেলামেশা নিষিদ্ধ করা, নাস্তিকদের অপরাধমূলক শাস্তি প্রদান এবং ধর্মদ্রোহের জন্য মৃত্যুদন্ডের আইন প্রণয়ন করা।

হেফাজত এর 13-দফা দাবী আদায়ের জন্য ঢাকা অভিমুখে একটি জাতীয় পদযাত্রার ডাক দেয়। দলে দলে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা 5ই মে তারিখে ঢাকা-তে প্রবেশ করে এবং এদের অনেকে দক্ষিণের বন্দর শহর চট্টগ্রাম থেকে এসেছিল। এদের ঢাকায় আগমনের পর কিছু বিক্ষোভকারী ও সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ-এর সমর্থকরা এর সাথে জড়িয়ে পড়ে, তারা অনেক জায়গায় জামায়াত ও বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (Bangladesh Nationalist Party) (বিএনপি (BNP))-র সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম (Baitul Mokaram)-এর কাছে। বিক্ষোভাকারীরা দোকান-পাট, দুটি অফিস ভবন এবং একটি বাসে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সুরক্ষা বাহিনীও টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও আসল গুলি নিয়ে তা মোকাবেলায় নেমে পড়ে। ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে, পুলিশ অফিসাররা মোটা লাঠি নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা আপাত নিরস্ত্র লোকেদের উপর লাঠিচার্জ করছে। কয়েকশো লোককে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। 25 বছর বয়সী একজন হেফাজত-ই-ইসলাম স্বেচ্ছাসেবী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর কাছে এই ঘটনার বর্ণনা দেন:

> আমরা বায়তুল মোকাররম মসজিদে আশ্রয় নিই। পুলিশ আমাদের বেরিয়ে আসতে বলে। আমরা যখন বেরিয়ে আসি, পুলিশ আমাদের দিকে গুলি চালাতে থাকে। আমার মুখে গুলি লাগে এবং আমি যখন পড়ে যাই, তারা আসে এবং আমার হাঁটুতে, পেটে ও কাঁধে গুলি করে। তারা মাত্র 10 ফুট [3 মিটার] দূর থেকে আমাকে গুলি করে। সেগুলি সব সীসার বলযুক্ত রাবার বুলেট ছিল। আমি সশস্ত্র ছিলাম না। আমার হাতে কোন লাঠিও ছিল না। আমাকে 19 বার আঘাত করা হয়। আমি তাদের বলি, "আমাকে গুলি করছ কেন. আমি একজন স্বেচ্ছাসেবী।" এখন আমি আমার ডান চোখে কিছুই দেখতে পাই না এবং একটি অপারেশনের পর আমি আমার বাম চোখে শুধু সামান্য দেখতে পাই।

আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের কয়েকজনও আক্রমণের শিকার হন, যেমন দোকানদার রকিবুল হক (Raqibal Huq), যিনি মাথায় গুলি লাগায় মৃত্যুবরণ করেন। এদের বেশীর ভাগই ছিল হেফাজত-এর সমর্থক যেমন 20-বছর-বয়সী সাইদুল ইসলাম (Saidul Islam) যার মৃত্যু হয় মাথায় একটি তীক্ষ্ম আঘাত লেগে এবং আরেকজন হল 20-বছর-বয়সী সাদ্দাম হোসেন (Sadam Hussein), যার মৃতদেহে গুলির আঘাতের চিহ্ন এবং পিঠে বড় কাটা দাগ পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ অফিসাররাও আক্রান্ত হন। দিলকুশা (Dilkusha)-র একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে বলেন যে, তিনি দেখেছেন একদল হেফাজত সমর্থক একজন পুলিশকে মাটিতে ফেলে পেটাচেছ। তিনি বলেন, "খুব শীঘ্রই ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং চারিদিকে রক্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল"।

5ই মে রাত নেমে আসতে আসতে, অনেক বিক্ষোভাকারী শহর ছেড়ে চলে যান, কিন্তু প্রায় 50,000 বিক্ষোভকারী শহরের কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক অঞ্চল মতিঝিল (Motijheel)-এর শাপলা চত্বর (Shapla Chattar) মোড়ে জমায়েত হয়। সেখানে তারা নামাজ পড়ে এবং তাদের নেতারা বক্তৃতা দেন। রাত 2:30-টার দিকে, সুরক্ষা বাহিনী তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি অপারেশন শুরু করে। এই অপারেশনে শত শত পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন, যা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলে। তারা প্রথমে মেগাফোন ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে এলাকাটি ছেড়ে যেতে বলেন। এরপর, তারা দুইদিক থেকে অগ্রসর হন এবং

বিক্ষোভকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করেন। অধিকাংশ বিক্ষোভকারী এলাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু বাকী যারা ছিল তারা পাশের গলি ও ভবনগুলিতে লুকিয়ে পড়ে, যে জায়গাগুলি পরে সুরক্ষা বাহিনীর লোকেরা ছেয়ে ফেলেন।

এরপর কি হয়েছিল, সে ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলগুলির বিবৃতি পুরোপুরি আলাদা ছিল। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর কাছে কোন বিবৃতিই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বিরোধী দল ও হেফাজত নেতারা বলেন যে, পুলিশ ও র‍্যাব এই তল্লাশী চালানোর সময় লুকিয়ে থাকা শত শত বিক্ষোভাকারীকে মেরে ফেলেছে এবং তাদের লাশগুলি গোপনে গায়েব করে ফেলেছে। হেফাজত নেতারা দাবী করেন যে, সরকারী কর্মীরা ময়লা ফেলার ট্রাকে করে লাশগুলি নিয়ে যায় এবং শহরের বাইরে ফেলে আসে। তারা বলেছেন যে, তারা হদিশ না পাওয়া ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরী করছেন, কিন্তু সুরক্ষা এজেন্সীগুলির হয়রানির জন্য তা করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এই গোষ্ঠীর নেতাদের বিবৃতি অনুযায়ী, সুরক্ষা বাহিনীর হাতে 2,000-3,500 জন মারা গিয়েছেন। কিছু বিরোধী নেতা এই ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করেন এবং তাকে "গণহত্যা" হিসেবে আখ্যা দেন।

অন্যদিকে সরকার হেফাজত ও বিরোধী পক্ষের দাবীগুলিকে "সম্পূর্ণ বানোয়াট" হিসেবে উল্লেখ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মণি (Dipu Moni) জানান যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলি একটি সু-পরিকল্পিত ও শৃঙখলাবদ্ধ অপারেশন পরিচালনা করে, যা হতাহতের সংখ্যা সর্বনিম্ন রাখার লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তিনি অপারেশন চলাকালীন কারো মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, পুলিশ আগের দিনের সংঘর্ষে মৃত্যুবরণকারী 11 জন ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে।

যেখানে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিরোধী দল ও হেফাজত-এর দাবীকৃত সংখ্যার সপক্ষে কোন প্রমাণ পায়নি, কিন্তু এর স্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, সরকার একটি শৃঙখলাবদ্ধ অপারেশন হিসেবে যে বিবৃতি দিয়েছে তা সঠিক ছিল না। ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক ও বিক্ষোভকারীরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে জানিয়েছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে এমনকি নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীরা আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও খুব কাছাকাছি থেকে তাদের গুলি করা হয়। সুরক্ষা বাহিনীগুলি শুধু রাবার বুলেটই নয়, শটগানের দানাও ব্যবহার করে। অনেক সাক্ষী লাশগুলি নিজের চোখে দেখার কথা বলেছেন। ইতোমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে, ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে যে, র‍্যাব -এর সদস্যরা আপাতভাবে গুরুতর আহত বিক্ষোভাকারীদেরকে পেটাচেছ।

একজন সাংবাদিক বলেন যে, তিনি পড়ে থাকা 25-30 টি দেহ ঝাঁকিয়ে দেখেন এবং তাদের হৃৎস্পন্দন যাচাই করেন এবং নিশ্চিত হন যে তাদের কয়েকজন মারা গিয়েছিলেন। আরেকজন সাংবাদিক, র‍্যাব কর্মীদেরকে বিমান বাংলাদেশ (Biman Bangladesh) এয়ারলাইন্সের অফিসের কাছে চারটি দেহ টেনে নিয়ে যেতে এবং একটি ট্রাকে তুলে দিতে দেখেন। যখন তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে যান, একজন সেনা-সদস্য তার মাথার পাশে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ঐ সাংবাদিকই পরে সোনালী ব্যাংক (Sonali Bank)-এর সিঁড়িতে পড়ে থাকা একটি ছেলের হৃৎস্পন্দন যাচাই করে দেখেন এবং একজন পুলিশ অফিসার তাকে জানান যে, ছেলেটি মারা গিয়েছে। তিনি তার ঘাড়ে ও বুকে অনেক আঘাতের দাগ দেখেছিলেন বলে স্মরণ করেন।

সহিংসতায় আটকে পড়া বিক্ষোভকারীদের একজন বর্ণনা দেনঃ

> আমাদের উপর বৃষ্টির মত গুলি, টিয়ার গ্যাস ও গরম জল পড়ছিল। এটি একটি আতঙ্কজনক পরিস্থিতি ছিল। আমি আমার ভাইয়ের সাথে ছিলাম এবং আমরা একটি দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করি। আমরা দেয়ালের উপর উঠে পড়লে তারা আমাদের লাঠি দিয়ে মারতে আরম্ভ করে। আমি দেয়ালের অন্য দিকে লাফ মারি এবং আমার পা ভেঙ্গে যায়। আমি যখন দৌড়ানোর চেষ্টা করি আমাকে গুলি করা হয়। পরে, এক্স-রে করে দেখা যায় আমার পায়ে 102 টি গুলির দানা ছিল। আমি সশস্ত্র ছিলাম না। আমার কাছে শুধু নামাজ পড়ার মাদুর আর তসবী ছিল। এটি লক্ষ্যহীন গুলিবর্ষণ ছিল না, তারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচিছল, তারা আমাদের নিশানা করেছিল। পুলিশ আমার 2 থেকে 3 মিটার পিছনে ছিল। এটি আকস্মিক গুলিচালনা ছিল না।

পরের দিন হেফাজত সমর্থকদের ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও হিংসা সহিংসতা চলছিল। বিরোধী দলের কর্মীদের সমর্থিত মাদ্রাসার ছাত্ররা চট্টগ্রাম-গামী প্রধান সড়কটি অবরোধ করে এবং পুলিশ ও বিজিবি অফিসারদের আক্রমণ করে, যেখানে চারজন মারা যান। তারা একটি পুলিশ পোস্ট জ্বালিয়ে দেয় এবং র‌্যাব-এর দুটি গাড়ি ধ্বংস করে। সুরক্ষা বাহিনীও ঘুরে দাঁড়ায় এবং ভিডিও ফুটেজে তাদেরকে বিক্ষোভকারীদের উপর শটগান দিয়ে গুলি করতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলি সাংবাদিকদের জানান যে, সকালে সতের জন্য লোক মারা গিয়েছেন।

হাসপাতালের হিসাব, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ রিপোর্টগুলির উপর ভিত্তি করে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে, ৫ ও ৬ই মে অন্ততঃ ৫৪ জন্য মারা গিয়েছেন, যার মধ্যে সুরক্ষা বাহিনীর সাতজন সদস্য রয়েছেন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বলাই বাহুল্য যে, সরকারের নিখোঁজ হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তদন্ত করা উচিত। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, তবে এটিও সম্ভব যে, বাকীদের মেরে ফেলা হয়েছে।

বিক্ষোভকারী ও সংবাদ মাধ্যমের লোকেদের গ্রেফতার ও ভীতিপ্রদর্শন

আমাদের সাথে কথা বলা অনেক বাংলাদেশী বিশ্বাস করেন যে, কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীদের এবং সুরক্ষা বাহিনীর হাতে নিহত বিক্ষোভকারীদের পরিবারের সদস্যদের ভীতিপ্রদর্শনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ভুয়ো অভিযোগগুলি এনেছে। বিক্ষোভের পর অনেক ক্ষেত্রে, পুলিশ শত শত সাধারণ জনগণ এবং কখনো কখনো হাজার হাজার "অজ্ঞাত আক্রমণকারী"-র বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ (যাকে "ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট" বা এফআইআর (FIR) বলে) দায়ের করে। পুলিশ এরপর বিক্ষোভকারীরা যে এলাকা থেকে এসেছে সেখানে প্রবেশ করে এবং তার কারণ হিসেবে এফআইআর-গুলিকে তুলে ধরে লোকেদের, বিশেষতঃ যারা জামাত সমর্থক হিসেবে পরিচিত তাদেরকে কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করতে থাকে। এই কার্যক্রমগুলির জন্য এই এলাকাগুলির লোকেরা ভয় পেয়ে যান এবং অনেকে লুকিয়ে পড়েন। বাংলাদেশী বেসরকারী সংস্থা (এনজিও (NGO)) অধিকার (Odhikar)-এর একজন গবেষক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-কে জানান যে, ২৪ শে ফেব্রুয়ারীতে চট্টগ্রাম-এ বিক্ষোভের পর তিনি আশেপাশের তিনটি গ্রামে যান; একটি গ্রামেও কোন পুরুষ ছিল না, এর কারণ হিসেবে আনদাজ করা যায় যে, কোন কারণ না দেখিয়ে গ্রেফতার অভিযানের ভয়ে, পুরুষরা লুকিয়ে আছেন।

শাহবাগ আন্দোলনের পর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আওয়ামী লীগ-এর নেতারা সুপারিশ করেন যে, জামায়াত এবং এই দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা সংবাদ মাধ্যমগুলিকে নিষিদ্ধ করা উচিত।

সংবাদমাধ্যমও বর্ধিত চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। বিক্ষোভ ও সহিংসতা ঘটনাগুলি চলাকালীন সময়ে ও তারপর সরকারী নির্দেশে কয়েকটি বিরোধী সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রিপোর্টটি লেখার সময় পর্যন্ত, সেগুলির কয়েকটি এখনও কার্যধারা শুরু করতে পারেনি। ঘটনাগুলির বিরোধী সম্প্রচার বন্ধের আপাত প্রচেষ্টা হিসেবে, সরকার ৫-6 মে রাতে, হেফাজত-এর বিক্ষোভ স্থান থেকে রিপোর্ট করার সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তাকারী দুটি টেলিভিশন স্টেশন, ইসলামিক টিভি (Islamic TV) ও দিগন্ত টিভি(Diganta TV)-র সম্প্রচার বন্ধ করে রাখে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলির একটিতে, পুলিশ বিরোধী সংবাদপত্র *আমার দেশ* (*Amar Desh*) পত্রিকার সম্পাদক এবং পূর্বতন বিএনপি (BNP) সরকারের পরামর্শদাতা মাহমুদুর রহমান (Mahmdur Rahman)-কে গ্রেফতার করে। রহমান(Rahman)-কে এরপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও বিরোধী সংবাদমাধ্যমগুলির উপর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগসহ আক্রমণ ঘটে, যেসব ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ সামান্যই তদন্ত করেছে বা একেবারেই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

প্রতিবাদ কর্মীদেরও লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এপ্রিল মাসে, এর আগে *আমার দেশ* (*Amar Desh*) পত্রিকা দ্বারা "নাস্তিক" আখ্যাকৃত চারজন ব্লগারকে সমালোচনা করার জন্য গ্রেফতার করা হয়, যখন ব্লগাররা ক্রমবর্ধিত মৌলবাদী ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাদের একজন আসিফ মহিউদ্দিন (Asif Mohiuddin)-এর উপর ইসলামী মৌলবাদীরা পূর্বে শারীরিক আক্রমণ করেছিল। অনেকগুলি ব্লগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

সুরক্ষা বাহিনীগুলি দ্রুততার সাথে শত শত বিক্ষোভকারী এবং সন্দেহভাজন জামাত সমর্থকদের গ্রেফতার করলেও, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আসল অস্ত্রের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার, গণ গ্রেফতার ও বিচারবহির্ভুত হত্যাসহ সুরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষগুলির দ্বারা কোন অর্থপূর্ণ তদন্তকার্যের কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বিক্ষোভকারী বা শিশু সহ আশেপাশে থাকা ব্যক্তিদের মৃত্যুর তদন্তের ব্যাপারে তথ্যের জন্য অনুরোধ করেছিল কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা বাহিনীগুলির দ্বারা আসল অস্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে এবং নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিপ্রদানে দায়বদ্ধ রয়েছে।

ফেব্রুয়ারী 2013-এ ইউনাইটেড নেশন্স হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল (United Nations Human Rights Council)-এর কাছে জমাকৃত নথিপত্রে, বাংলাদেশ জানিয়েছে যে, তারা পুলিশ, র‍্যাব বা অন্যান্য এলইএ (LEA)- দ্বারা গুলিবিনিময় বা বলপ্রয়োগের প্রত্যেকটি ঘটনা তদন্ত করবে, এমনকি তা অনুমোদিত দায়িত্বের মধ্যে করা হলেও তদন্ত করা হবে"। তারা আরো বলেছেন যেঃ

> ইন্টারন্যাল এনকোয়ারী সেল (Internal Enquiry Cell) নামে পরিচিত মার্কিন (US) সরকারের সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত একটি বিশেষ দল র‍্যাব সদস্যদের দ্বারা বলপ্রয়োগ বা গুলিবিনিময়ের কোন ঘটনার তদন্ত করবে।

জুন 2013 পর্যন্ত আমরা যেসব পর্যবেক্ষক, অফিসার ও বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষকদের সাথে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছেন যে, তারা এরকম কোন তদন্তকার্য চালনা বা আসল অস্ত্রের বেআইনী ব্যবহারের ঘটনার জন্য সুরক্ষা বাহিনীর কোন সদস্যের অভিযুক্ত হওয়ার কথা শোনেননি। র‍্যাব-এর কোন সদস্যকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য এখন পর্যন্ত সফলভাবে অভিযুক্ত করে শাস্তিপ্রদান করা হয়নি। মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের আওতায় আনার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এছাড়াও বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষগুলির কাছে আবেদন রেখেছে, তারা যাতে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত ইউনাইটেড নেশন্স বেসিক প্রিন্সিপলস (United Nations Basic Principles) অনুসরণ করার জন্য সুরক্ষা বাহিনীগুলিকে প্রকাশ্য নির্দেশ দেয়। সেখানে বলা হয়েছে যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলি "বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আগে অহিংস উপায়গুলি প্রয়োগ করবে" এবং "যেখানে বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আইনসম্মত ব্যবহার এড়ানো সম্ভব নয়, সেখানে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা: (ক) এই ধরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযত থাকবেন এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এবং আইনসম্মত লক্ষ্য অর্জন অনুসারে কাজ করবেন; (খ) ক্ষয়ক্ষতি ও আঘাত সর্বনিম্ন রাখবেন এবং মানুষের জীবনকে সম্মান করবেন ও সংরক্ষিত রাখবেন।"

রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-নেত্রীদেরও উচিত রাজনৈতিক বিক্ষোভকালে সংযত থাকা ও সহিংসতা থেকে দূরে থাকার আবেদন জানানো। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ-এর রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্রতি আবেদন করছে যে, তারা যাতে প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়ে সহিংসতা বাড়িয়ে না তোলেন।

মূখ্য সুপারিশসমূহ

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ সরকারকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পালনে আহ্বান জানাচ্ছে:

- 2013-র ফেব্রুয়ারী ও মে-এর শুরুর মধ্যে হওয়া বিক্ষোভের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক মৃত্যু ও আঘাতের তদন্তের জন্য অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও স্বাধীন কমিশন তৈরী করা। কমিশনের নিশ্চিত করা উচিত যে, পদ বা রাজনৈতিক পরিচয় অগ্রাহ্য করে সমস্ত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং এর তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

- সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকুশলতাকে আর্ন্তজাতিক মানদন্ডের সম উচচতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাদেরকে বিক্ষোভের নজরদারী, ভীড় নিয়ন ত্রণ এবং সহিংস প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- অবিলম্বে বিক্ষোভ-সম্পর্কিত সুরক্ষা অপারেশনে আটককৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা এবং নিশ্চিত করা যে, সমস্ত আটককৃত ব্যক্তিরা যাতে আইনী প্রতিনিধিত্ব পান এবং তাদের সাথে আর্ন্তজাতিক নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মানদন্ড অনুসারে আচরণ করা হয়। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে এমনটি নিশ্চিত করা যে, সমস্ত আটক ব্যক্তিকে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে আটকের পর দ্রুত চার্জ গঠন করা হয়েছে। যথাযথভাবে অভিযুক্ত এবং বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচার-পূর্ব আটক থাকা যাতে ব্যতিক্রম ঘটনা হয় এবং তা যাতে নিয়ম না হয়ে দাঁড়ায়।

সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি

- 2013-র ফেব্রুয়ারী ও মে-এর শুরুর মধ্যে হওয়া বিক্ষোভের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু সংখ্যক মৃত্যু ও আঘাতের তদন্তের জন্য অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও স্বাধীন কমিশন তৈরী করা। কমিশনের নিশ্চিত করা উচিত যে, পদ বা রাজনৈতিক পরিচয় অগ্রাহ্য করে সমস্ত গুরুতর মানবাধিকার লঙঘনকারীদেরকে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং এর তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

- অবিলম্বে বিক্ষোভ-সম্পর্কিত সুরক্ষা অপারেশনে আটককৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা জনসমক্ষে প্রকাশ করা এবং নিশ্চিত করা যে, সমস্ত আটককৃত ব্যক্তিরা যাতে আইনী প্রতিনিধিত্ব পান এবং তাদের সাথে আর্ন্তজাতিক নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মানদন্ড অনুসারে আচরণ করা হয়। এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে এমনটি নিশ্চিত করা যে, সমস্ত আটক ব্যক্তিকে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে আটকের পর দ্রুত চার্জ গঠন করা হয়েছে। যথাযথভাবে অভিযুক্ত এবং বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচার-পূর্ব আটক থাকা যাতে ব্যতিক্রম ঘটনা হয় এবং তা যাতে নিয়ম না হয়ে দাঁড়ায়।

- নিশ্চিত করা যে, পুলিশ ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনী দ্বারা আটককৃত সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আটক রাখার স্বীকৃত জায়গায় রাখা হয় এবং তাদের প্রতি অত্যাচার বা নিপীড়নমূলক, অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তিমূলক আচরণ না করা হয়। অবিলম্বে আটক ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের ও তাদের আইনী প্রতিনিধিদের জানাতে হবে এবং আটক ব্যক্তিদেরকে নিয়মিতভাবে তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে দিতে হবে এবং তারা তাদের পছন্দ মত আইনী প্রতিনিধি বেছে নিতে পারবে এবং সেখানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না ।

- সমস্ত আটক ব্যক্তিদেরকে দ্রুত একজন বিচারকের সামনে উপস্থিত করা এবং অভিযুক্ত বা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

- যেখানে সুরক্ষা বাহিনী বা তাদের হয়ে কাজ করা অন্যদের দ্বারা একজন ব্যক্তির নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীগুলিকে বিশদ, পুঙখানুপঙখ তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া এবং অবিলম্বে আটক ব্যক্তির বর্তমান অবস্থান বা অবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত উপলব্ধ তথ্যাবলী প্রকাশ করা।

- নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দিষ্ট অপরাধকর্মের প্রমাণ ছাড়াই "অজ্ঞাত আক্রমণকারীদের" করা কাজের জন্য গ্রেফতার বা অপরাধে অভিযুক্ত করার জন্য একটি আইনী ঢাল হিসেবে ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা।

- সুরক্ষা বাহিনীগুলির জন্য হওয়া মৃত্যু ও আঘাতের জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারগুলিকে দ্রুত, ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। বিক্ষোভ ও সরকারী অভিযানের জন্য হওয়া আঘাত ও সম্পত্তির ক্ষতির জন্য পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদান করা।

- সুরক্ষা বাহিনীগুলির কর্মকুশলতাকে আর্ন্তজাতিক মানদন্ডের সম উচচতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাদেরকে বিক্ষোভের নজরদারী, ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং সহিংস প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- সুরক্ষা বাহিনীগুলিকে প্রকাশ্য নির্দেশ প্রদান করা তারা যাতে আইনপ্রয়োগকারী অফিসিয়ালদের দ্বারা বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত ইউনাইটেড নেশন্স বেসিক প্রিন্সিপলস অনুসরণ করে, যেখানে বলা হয়েছে যে, সুরক্ষা বাহিনীগুলি "বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আগে অহিংস উপায়গুলি প্রয়োগ করবে" এবং "যেখানে বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আইনসম্মত ব্যবহার এড়ানো সম্ভব নয়, সেখানে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা: (ক) এই ধরণের

ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযত থাকবেন এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এবং আইনসম্মত লক্ষ্য অর্জন অনুসারে কাজ করবেন; (খ) ক্ষয়ক্ষতি ও আঘাত সর্বনিম্ন রাখবেন এবং মানুষের জীবনকে সম্মান করবেন ও সংরক্ষিত রাখবেন।"

- অবিলম্বে সংবাদমাধ্যমের উপর আরোপিত সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, যার মধ্যে বিরোধী-সমর্থক বলে ধারণাকৃত গণমাধ্যমগুলির আরোপিত বিধিনিষেধগুলি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। ব্লগার ও সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগগুলি পর্যালোচনা ও প্রত্যাহার করে নেওয়া।

- আর্ন্তজাতিক কনভেনশন এগেইনেস্ট এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স (বলপ্রয়োগকৃত নিখোঁজের বিরুদ্ধে কনভেনশন) এবং কনভেনশন এগেইনেস্ট টর্চার (নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশন)-এর অপশনাল প্রোটোকলে স্বাক্ষর করা ও তা প্রয়োগ করা এবং তাদের শর্তাবলী পূরণের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় আইন ও অন্যান্য পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা।

- বাংলাদেশ-এর পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য নীচে বিবরণকৃত ইউএন (UN)-এর বিশেষ প্রতিবেদনকারী ও কার্যকরী গোষ্ঠীদের অবিলম্বে আমনত্রণ জানানো এবং সময়ানুগভাবে তাদের সুপারিশগুলি প্রয়োগের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা:
    - নির্যাতন সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেনকারী;
    - বিচারবর্হিভুত, নির্বিচারে বা এলোপাথাড়িভাবে কৃত হত্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদনকারী;
    - বলপ্রয়োগকৃত ও অ-স্বেচছাকৃত নিখোঁজ সংক্রান্ত কার্যকরী গোষ্ঠী

- ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হওয়া আক্রমণগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা এবং এই ধরণের সম্প্রদায়গুলির জন্য আরো ভাল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের ও সুরক্ষা বাহিনীর সাথে আলোচনা করা এবং উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণগুলির ক্ষেত্রে আরো বিশদভাবে তদন্ত করা ও সাড়া দেওয়া।

রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্রতি

- *হরতাল* ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ চলাকালীন সহিংসতা বা সহিংসতার প্ররোচনা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সমর্থকদের প্রকাশ্যভাবে আবেদন জানানো। সহিংসতাকে সরাসরি প্ররোচিত করতে পারে এরকম সমস্ত ভাষার ব্যবহার এড়িয়ে চলা।

- বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ও জামায়াত-ই-ইসলামী (Jammat-e-Islam) দলসহ বিরোধী দলগুলি এবং তার সাথে হেফাজত-ই-ইসলাম-এর মত স্বাধীন সংগঠন, তাদের সমর্থকদের করা বেআইনী কাজের নিনদা করা উচিত এবং তাদেরকে এই ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী অফিসিয়াল ও ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর লোকেদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখা।

- শিশুদেরকে যাতে সম্ভাব্য সহিংস বিক্ষোভের সামনের সারিতে না রাখা হয় তা সুনিশ্চিত করে, বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী শিশুদেরকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর পরিস্থিতিগুলি থেকে সুরক্ষিত রাখা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States), যুক্তরাজ্য (United Kingdom), ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union) এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক দাতাদের প্রতি

- দায়বদ্ধতার মাইলফলকগুলি পূরণের ক্ষেত্রে হওয়া উন্নতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সুরক্ষা বাহিনীগুলিকে প্রদানকৃত সহায়তা ও প্রশিক্ষণের উপর শর্ত আরোপ করা, যার মধ্যে রয়েছে পুলিশ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত তদন্তকারীদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অফিসারদের বরখাস্ত করা এবং একটি স্বচ্ছ অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি স্থাপন ও ব্যবহার করা।

- সাম্প্রতিক বিক্ষোভের সময়কালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী পুলিশ, বিজিবি ও র‍্যাব কর্মী ও অফিসারদের উপর তদন্ত করা ও অভিযুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়া।
- 2013-র ফেব্রুয়ারী ও মে এর শুরুর মধ্যে ঘটে যাওয়া বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু ও আঘাতের তদন্তের জন্য বাংলাদেশের কোন একটি সংস্থাকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা যাতে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করা যায়।
- আইনের শাসন ও বিচারের কর্মকান্ডকে প্রদানকৃত সমস্ত সহায়তার পর্যালোচনা করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, আদালতগুলি আর্ন্তজাতিক আইনী মানদণ্ডের অনুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সমর্থ হবে।